[Visit Adhunikitihas.com to Learn More]

West Bengal School Service Commision

ইতিহাস পাস প্রশ্নপত্র ১৯৯৯
(পরীক্ষার্থীর স্মৃতি থেকে সংগৃহীত)

1. সিন্ধুসভ্যতা ও বৈদিকসভ্যতার মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলি কী?
উত্তর:- সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার মধ্যে বিদ্যমান উল্লেখযোগ্য পার্থক্য গুলি হল – **(ক)** সিন্ধু সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক কিন্তু বৈদিক সভ্যতা ছিল গ্রামীন। **(খ)** সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতা ছিল মাতৃতান্ত্রিক, কিন্তু বৈদিক সভ্যতা ছিল পিতৃতান্ত্রিক। **(গ)** সিন্ধু সভ্যতায় লোহা ও ঘোড়ার ব্যবহার অজ্ঞাত থাকলেও বৈদিক বা আর্য সভ্যতায় তা ছিল বহুল প্রচলিত। **(ঘ)** সিন্ধু সভ্যতায় স্ত্রী দেবতার প্রাধান্য ছিল, কিন্তু বৈদিক সভ্যতায় ছিল পুরুষ দেবতার প্রাধান্য।

2. অশোকের শিলালিপিগুলি কোন্ ভাষায় ও কী হরফে লেখা হয়েছিল?
উত্তর:- অশোকের শিলালিপিগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা – পর্বতলিপি, স্তম্ভলিপি এবং গুহালিপি। তাঁর শিলালিপিগুলির অধিকাংশই ব্রাহ্মীলিপি ও পালি ভাষায় রচিত। খরোষ্ঠী, গ্রিক ও অ্যারামাইক লিপি এবং প্রাকৃত ও গ্রিক ভাষাতেও তাঁর বেশ কিছু লিপি পাওয়া গেছে। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে জেমস প্রিন্সেপ এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করেন। এগুলি তাঁর আমলের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

3. তীর্থঙ্কর কারা ছিলেন? জৈনধর্মের 'ত্রিবিধ মার্গ' বলতে কী বোঝায়?
উত্তর:- জৈনধর্মের প্রবক্তাদের 'তীর্থঙ্কর' বলা হয়। জৈনদের মতে, প্রাচীনকাল থেকে চব্বিশ জন 'তীর্থঙ্কর' বা মুক্তির পথনির্মাতা জৈনধর্ম প্রবর্তন করেন। তীর্থঙ্কররা সংসার দুঃখ পার হওয়ার ঘাট বা তীর্থ নির্মাণ করেছিলেন বলে তাঁরা এই নামে পরিচিত।
জৈনদের সর্বশেষ বা ২৪তম তীর্থংকর হলেন মহাবীর। তিনি মানুষের মুক্তির জন্য তিনটি পন্থা বা মার্গের কথা বলেছিলেন। এই তিনটি মার্গকে 'ত্রিরত্নও বলা হয়ে থাকে। তিনটি মার্গ হল সৎ কর্ম, সৎ ব্যবহার এবং সৎ জ্ঞান

4. প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগকে কেন 'সুবর্ণযুগ' বলা হয় ?
উত্তর:- রাজনৈতিক ঐক্যের পাশাপাশি গুপ্ত যুগে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, শিক্ষা, বিজ্ঞানচর্চা, ধর্ম – জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এক অভূতপূর্ব উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। তাই ঐতিহাসিক বার্নেট গুপ্ত যুগকে সুবর্ণ যুগ বলে অভিহিত করেছেন। তবে বলা দরকার যে এই সুবর্ণ যুগ কেবলমাত্র সমাজের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

5. শাসক হিসেবে ফিরোজ শাহ তুঘলকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জনহিতকর কার্যাবলীর উল্লেখ করো।
উত্তর:- সুলতান ফিরোজ তুঘলক তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। **(ক)** তিনি বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মসংস্থান সংস্থা, **(খ)** দরিদ্রদের চিকিৎসার জন্য 'দার-উস-সফা' নামে দাতব্য চিকিৎসালয়, **(গ)** দুঃস্থ, অনাথ, বিধবা, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা-মাতা এবং সন্ত-দরবেশদের সাহায্যের জন্য 'দেওয়ান-ই-খয়রাত' নামে দাতব্য বিভাগ খোলেন। এছাড়াও তিনি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয়, সরাইখানা, জলাধার, বাগান প্রভৃতি নির্মাণ করেন।

6. পানিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬) বাবরের সফল্যের কারণ নির্ণয় করো।
উত্তর:- পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের সাফল্যের জন্য **(ক)** তাঁর সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী, **(খ)** ক্ষিপ্রগতি অশ্বারোহী বাহিনী, **(গ)** কামান ও বন্দুকের ব্যবহার, **(ঘ)** 'তুলঘুমা' যুদ্ধরীতি (গোলন্দাজ ও ক্ষিপ্রগতি অশ্বারোহী বাহিনীর যৌথ আক্রমণ) এবং **(ঙ)** 'রুমি' পদ্ধতির (সামনের দিকে গো-শকট, ঠেলাগাড়ির কৃত্রিম প্রাচীর এবং তারপর মাটির ঢিপি তৈরি করে তার ওপর কামান রেখে যুদ্ধ করা) অনুসরণ প্রভৃতি কারণের কথা বলা যায়।

7. রাজপুতদের সাথে আকবর কি ধরনের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন?
উত্তর:- আকবর উপলব্ধি করেন যে, রাজপুতদের যুদ্ধে পরাজিত করা সম্ভব নয়। আফগান ও অপরাপর জাতিগোষ্ঠীকে দমন করে মোগল সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে রাজপুতদের সাহায্য একান্ত

প্রয়োজন। তাছাড়া উত্তর পশ্চিম ভারতের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশের বাণিজ্যপথগুলি সবই গেছে রাজপুতানার ওপর দিয়ে। তাই তিনি রাজপুতদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ বা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন।

8. শিবাজির মারাঠা আন্দোলনের তাৎপর্য কী ছিল ?

উত্তর:- শক্তিশালী মোগল ও বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা শিবাজির অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব। তিনি শতধা-বিভক্ত মারাঠাদের ঐক্যবদ্ধ ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে মারাঠা জাতি গঠন করেন। সর্বোপরি মারাঠা রাজ্যে পরধর্মমত সহিষ্ণুতা, নারী ও কোরানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রজাহিতৈণার আদর্শ সত্যিই বিস্ময়কর।

9. বাংলার ইতিহাসে ১৭৫৭ ও ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দের গুরুত্ব কী ?

উত্তর:- ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা নবাব সিরাজদৌলা ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে পরাজিত সিরাজের স্থলে মিরজাফরকে সিংহাসনে বসানো হয় এবং বাংলার ওপর ইংরেজ কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলার ক্ষমতাচ্যুত নবাব মিরকাসিম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের মিলিত বাহিনীর সাথে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বাংলার বুকে ইংরেজদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হয়, ইংরেজ কর্তৃত্ব এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং অযোধ্যার নবাব কোম্পানির অনুগত মিত্রে ও মোগল সম্রাট বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন।

10. শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির (১৭৯২) ফলে টিপু সুলতানের ওপর কী কী শর্ত আরোপিত হয়?

উত্তর:- শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির ফলে টিপু সুলতানের ওপর আরোপিত শর্ত গুলি হল – **(ক)** যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে টিপু সুলতান ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা দেবেন, **(খ)** ইংরেজ, নিজাম ও মারাঠাদের নিজ রাজ্যের অর্ধাংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। **(গ)** ক্ষতিপূরণের টাকার জামিন হিসেবে টিপু তাঁর দুই পুত্রকে ইংরেজদের হাতে তুলে দেন। এর ফলে মহীশূর শার্দূল টিপুর পতন সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে।

11. ফরাজি আন্দোলনের প্রবর্তক কে? এই আন্দোলনের তাৎপর্য কী?

উত্তর:- ফরাজি আন্দোলনের প্রবর্তক হলেন বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার হাজি শরিয়তউল্লাহ।
এই আন্দোলনের মধ্যে ধর্মীয়ভাব যুক্ত হলেও মূলত তা ছিল একটি কৃষক আন্দোলন। জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে এই আন্দোলন তাদের মধ্যে এক নতুন চেতনার সঞ্চার করে। কেবলমাত্র মুসলিম কৃষকরাই নয়, হিন্দু কৃষকরাও এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

12. নব্যবঙ্গ আন্দলন কী? কার থেকে এই আন্দলন প্রেরণা পেয়েছিল?

উত্তর:- হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-র নেতৃত্বে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হিন্দু কলেজের একদল শিক্ষার্থী পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে হিন্দুধর্ম ও সমাজের সকল কুসংস্কার, অনাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে এক চরমপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলেন, যা নব্যবঙ্গ আন্দোলন নামে পরিচিত।
এই আন্দোলনের মূল প্রেরণা ছিলেন হেনরি ডিরোজিও স্বয়ং।

13. কীভাবে চরমপন্থীরা কংগ্রেসের আদিপর্বের নেতৃত্বের সমালোচনা করেছিলেন?

উত্তর:- চরমপন্থী নেতারা নরমপন্থীদের রাজনৈতিক মতাদর্শ অর্থাৎ ইংরেজের অধীনে স্বায়ত্বশাসন, জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা, তাঁদের সংগ্রামহীনতা এবং দুর্বল আবেদন নীতির তীব্র সমালোচনা করতেন। জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন জাতীয় কংগ্রেসকে তাঁরা 'ভারতীয় বি জাতীয় কংগ্রেস' এবং তাঁদের কর্মপদ্ধতিকে 'রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃত্তি' বলে অভিহিত করতেন।

14. গান্ধিজি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন কেন?

উত্তর:- ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা নামক স্থানে উত্তেজিত জনতা থানায় অগ্নিসংযোগ করলে ২২ জন পুলিশের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় মর্মাহত গান্ধিজি ২৫শে ফেব্রুয়ারি অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। গান্ধিজি যে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন তাকে তিনি হিংসার মুখে ঠেলে দিতে রাজি ছিলেন না।